শুদ্ধাচারের প্রয়োগ কি পারে স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে?

শুদ্ধাচারের মাধ্যমে স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের উন্নয়ন

বাংলাদেশের স্কুলসমূহে পানি, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন পরিস্থিতি (ওয়াশ)

স্কুলে নোংরা ও বন্ধ টয়লেট মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য অন্তরায়

স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার অকার্যকারিতা, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিচ্ছন্নতা ও পানির অপ্রতুলতা স্কুলে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার বৃদ্ধি, পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব এমনকী শিশুমৃত্যুর হারকেও বৃদ্ধি করছে।[১] বিশেষ করে, মেয়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলগুলোতে পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) সুবিধাহীনতার শিকার হচ্ছে। সার্বিকভাবে, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও লিঙ্গসাম্যের ক্ষেত্রে যা একটি উদ্বেগের বিষয়।

২০১৮ সালের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ভিত্তিক উপাত্ততে দেখায় যে, ৭৪% স্কুলে পানীয় জলের, ৫৯% স্কুলে স্যানিটেশন ও মাত্র ৪৪% স্কুলে মৌলিক স্যানিটেশনের সুবিধা রয়েছে।[২] ২০১৪ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেইজলাইন সার্ভেতে দেখা যায়, গড়ে প্রতিটি স্কুলে ১৮৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি মাত্র টয়লেট রয়েছে।[৩]

আবার টয়লেট থাকলেও অপর্যাপ্ত সুবিধা, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, তালাবদ্ধ থাকার কারণে কম ব্যবহার হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেজলাইন সার্ভে দেখা যায় প্রাইমারী স্কুলসমূহে প্রতি ১০টি টয়লেটের মধ্যে ৬টি টয়লেট তালাবদ্ধ অবস্থায় এবং এর মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ পরিষ্কার।[৪] প্রায়শই দেখা যায়, এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা, নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং এর জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত জনবল নেই। মাসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কুসংস্কার থাকার কারণে এই পরিস্থিতি অনুধাবন এবং ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়।

২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহে পানি, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (ওয়াশ) উন্নয়ন সম্পর্কে স্কুল ওয়াশ সার্কুলার-২০১৫[৫] নামে একটি পরিপত্র আছে, তথাপি স্কুলের ওয়াশ সুবিধাগুলির উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ এখনো কম গুরুত্ব পাচ্ছে এবং ক্রমাগত এর শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। ১৭টি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অভীষ্ট লক্ষ্য-৬, যেখানে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে।

২টি প্রশাসনিক এলাকার ৩০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা এবং মাসিককালীন সময়ে করণীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে মাত্র ১৯% ছাত্রী বলেছে মাসিককালীন সময় তাদের স্কুলে উপস্থিতির উপর প্রভাব ফেলেনি, ৮% বলেছে এ সময় সাধারণত তারা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে আর বাকী ৭৩% বলেছে স্কুলে মাসিক শুরু বা চলমান থাকলে তারা দ্রুত স্কুল ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যায়।

“ ডব্লিউ, WIN, এনজিও ফোরাম এবং স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্কুলে ওয়াশ এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে চলমান গবেষণার (AWIS tool) প্রাক-বিশ্লেষণের পর্যায় থেকে সংগ্রহীত- ”

১. ইউনিসেফ ২০১২, বিদ্যালয়গুলিতে পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ), https://www.unicef.org/publications/files/CFS_ওয়াশ E web.pdf
২. ইউনিসেফ এবং ডাব্লুএইচও। ২০১৮. বিদ্যালয়ে পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি: গ্লোবাল বেসলাইন রিপোর্ট ২০১৮, নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘের শিশুদের তহবিল (ইউনিসেফ) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১২/২৯ এ অন্বেশন করা হয়েছে- https://www.unicef.org/media/47671/file/ JMP-wash-in-Schools-ENG.pdf
৩. ওয়াটার এইড বাংলাদেশ। ২০১৫, বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যকর বেসলাইন সমীক্ষা। ৪ আইবিড। এস ১২/২০১৯-এ প্রকাশিত হয়েছে- http://washinschoolsmapping.com/wengine/wp-content/uploads/2015/10/Bangladesh-Government-Circular-wash-Facilities-in-Schools-2.pdf
৪. Ibid.
৫. Accessed on 11.2019 at http://washinschoolsmapping.com/wengine/wp-content/uploads/2015/10/Bangladesh-Government-Circular-WASH-Facilities-in-Schools-2.pdf

শুধু অর্থ বা অবকাঠামো নয়, স্কুলসমূহে ওয়াশ ব্যবস্থার উন্নয়নে অন্যতম বাধা শুদ্ধাচার প্রয়োগের সদিচ্ছার অভাব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) সুবিধার বেহাল দশার জন্য কেবলমাত্র যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা দায়ী এমনটা বলা যাবে না। বরং অসচেতনতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণের সদিচ্ছার অভাবও সমানভাবে দায়ী। দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার ব্যাপারেও অস্পষ্টতা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিলের অস্বচ্ছতা এবং মাধ্যমগুলির অকার্যকরতাও একটি বড় কারণ। টয়লেট নির্মাণে বা সংস্কারে বরাদ্দ অর্থ দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার বা অন্য খাতে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ, স্কুলের ওয়াশ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ জরুরি যেখানে শুদ্ধাচারের প্রচার ও আন্তরিকতার উন্নয়ন ঘটানো যায় যার লক্ষ্য হবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সাথে জড়িত অংশীদারদের সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সংজ্ঞাসমূহ

ওয়াশ কি?

ওয়াশ এর বর্ধিত রূপ হল, পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন"। ওয়াশের সার্বজনীন, সাশ্রয়ী ও টেকসই উন্নয়ন (সাস্টেন্যাবল) হল আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কী?

ওয়াশ এর ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সাথে জড়িত অংশীদারদের সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন-কে বোঝানো হয়েছে।

Photo: Carmen Fernández Fernández for WIN

পরিবর্তনের প্রচারঃ বিদ্যালয়ের ওয়াশ খাতে শুদ্ধাচারের প্রয়োগ

২০১৭ সাল থেকে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ) এবং ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (WIN) বাংলাদেশের স্কুল সমূহে এনোটেড ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি স্ক্যানিং (AWIS) টুল ব্যাবহারের মাধ্যমে ওয়াশ খাতের উন্নয়নে শুদ্ধাচারের বিষয়গুলোর প্রভাব নিয়ে একসাথে কাজ করে চলেছে। এরই ভিত্তিতে স্কুল সমূহে ওয়াশ সুবিধা উন্নয়নকল্পে ডর্প এবং WIN বর্তমানে স্কুল ও সরকারী সংস্থাগুলোর (শিক্ষা বিভাগসহ) সাথে নীতিমালা ও পরিপত্র পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

AWIS ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩০টি স্কুলে ওয়াশ খাতে শুদ্ধাচারের অবস্থা পর্যালোচনা:

AWIS হল একটি অংশগ্রহনমূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা টুল (পরিমাপক) যার মাধ্যমে কোন একটি নির্ধারিত বিষয়ে শুদ্ধাচারের অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি পরিমাপ করা যায়। এক্ষেত্রে স্কুলের ওয়াশ খাতের উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালিত ঝূকিপূর্ণ শাখাসমূহে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণে অংশীদারগণ সরাসরি পর্যালোচনা করেন (TAP) এবং প্রধান অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেন। ডর্প এবং WIN সরকারি ওয়াশ পরিপত্র-২০১৫ কে ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহার করে স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতে শুদ্ধাচারের প্রয়োগ পরিমাপের জন্য AWIS টুলটি সাজিয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিনের দুইটি দুর্গম উপজেলা ভোলা সদর ও রামগতিতে অবস্থিত ৩০টি স্কুলে ৬০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুলপ্রশাসন, সমাজের লোকজন) আয়োজিত প্রতিটি কর্মশালায় এই AWIS টুল ব্যবহার করা হয়েছে।

কর্ম পদ্ধতি

প্রতিটি স্কুলে AWIS কর্মশালা আয়োজন করা হয় এবং উক্ত কর্মশালায় সরকারি ওয়াশ পরিপত্র-২০১৫ এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদেরকে স্কুলের ৫টি ঝুকিপূর্ণ বিষয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণের (TAP) ভিত্তিতে নম্বর প্রদান (স্কোরিং) এবং সম্মিলিতভাবে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করা হয়। ৫টি ঝুকিপূর্ণ বিষয়সমূহ হল:

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
২। লিঙ্গ স্বতন্ত্রতা
৩। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
৪। অন্তর্ভুক্তি/অংশগ্রহণ
৫। আর্থিক পরিকল্পনা

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সমাজের লোকজন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, উদ্যোক্তা, গ্রাম্য চিকিৎসক, স্থানীয় ইমাম/পুরোহিত এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুল ওয়াশের কাঠামো বিশ্লেষণ, ডেস্কটপ পর্যালোচনা, ওয়াশ বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সভা, অভিভাবকদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) এবং মাঠ পর্যায়ে স্কুলসমূহে পর্যবেক্ষণ AWIS ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

AWIS টুল সম্পর্কত আরও তথ্য http://waterintegrity.net/awis-এ পাওয়া যাবে।

ওয়াশ এর পরিষেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণের অভাবঃ সীমিত বাজেট বিষয়ক তথ্য, অনির্দিষ্ট দায়িত্ব, সীমিত আলোচনা এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগের অভাব

AWIS টুলের মাধ্যমে স্কুলে পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) সুবিধায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণের (TAP) ঘাটতিগুলো এবং এর প্রভাব চিহ্নিত করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই স্কুলে ওয়াশ সুবিধা বিশেষ করে মেয়েদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য সুবিধা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মাধ্যমেই উঠে আসে যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধিতে আগ্রহী হবার কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার-এর বিষয়টিকে মূখ্য প্রাধান্য দেন। ওনারা স্বীকার করেন যে দুর্বল ওয়াশ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, স্কুলে উপস্থিতি এবং তাদের কৃতকার্যতার উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে ওনারা কখনও চিন্তা করে দেখেন নি। সার্বিকভাবে, স্কুল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং পরিচালনায় এই বিষয়ে বোধগম্যতার অভাব রয়েছে।

AWIS কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা স্কুলে ওয়াশ এর ঝুঁকির ক্ষেত্রের বিশেষ ৩টি প্রধান বিষয় যথাঃ- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

স্বচ্ছতা

তথ্যসমূহ কি সহজলভ্য এবং দায়িত্ব কি সুস্পষ্ট ?

- বেশিরভাগ স্কুলেই পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) সম্পর্কিত লিখিত নির্দেশনা বা সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা নেই।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়াশ এর বাজেট এবং ব্যয় এর ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।
- স্কুলের স্যানিটেশনের জন্য বিশেষভাবে কোন বাজেট বরাদ্ধ নেই।
- বর্তমান ম্যানুয়াল হিসাব-নিকাশ পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয়।

জবাবদিহিতা

স্কুলসমুহ কী তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন?

- টয়লেট কদাচিৎ পরিচ্ছন্ন থাকে বা পরিষ্কার করার সরঞ্জামাদি সেখানে পাওয়া যায়।
- প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা পূরণে টয়লেট উপযোগী নয়।
- আর্থিক পরিকল্পনার দুর্বল বাস্তবায়ন।
- জবাবদিহিতা পদ্ধতি পালন করা হয় না।
- আর্থিক নিরীক্ষণ দুর্বল এবং অনিয়মিত। পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগও নেই।

অংশগ্রহণ

সব ভুক্তভোগী অংশীদারদের কি অংশগ্রহণ করানো হয়েছে?

- স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
- বেশিরভাগ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিশেষত অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও কমিউনিটি সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে তারা ওয়াশ পরিস্থিতি উন্নয়নে স্কুলসমূহের সাথে আলোচনা শুরু করার কথা সম্পর্কে চিন্তা করেন নি।
- অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা স্কুলের স্যানিটেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা উপলব্ধি করতে পেরে বিস্মিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী ধাপঃ পরিমার্জন

এই প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই স্কুলসমূহে ওয়াশ সুবিধাদির অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না। কর্মশালাগুলো পরিচালনা এবং ফলাফল উপস্থাপনার পরে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন সুবিধাদির উপর জরুরি ভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন। তারা সকলেই একমত হয়েছেন যে কর্মশালার ফলাফল হিসেবে নিম্নলিখিত কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমেই সম্পন্ন করতে হবেঃ

- জরুরি সময়ের প্রয়োজনে স্যানিটারী প্যাড কর্ণার স্থাপন এবং ব্যবহৃত স্যানিটারী প্যাডের যথাযথ ব্যবস্থাপনা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন টয়লেট নিশ্চিত করা।
- টয়লেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত পরিমানে সাবান ও টিস্যুপেপার সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- টয়লেটের পানির প্রবাহমানতা নিশ্চিত করা এবং অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা স্থাপন করা।
- সকল শ্রেণীকক্ষে নিরাপদ খাবার পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীদের জন্য টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং উক্ত বিষয়ে অন্ততঃ একজন শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী ব্যাক্তিবর্গের তদারকী/মনিটরিং ও বিদ্যালয়ে ওয়াশ সুবিধা বর্ধিত করার লক্ষে এদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি ও জোরদার করা।
- স্কুলসমূহে ওয়াশ কমিটি বা শিক্ষার্থীদের দল তৈরি করা।

খাত সংস্কারের পথে এগিয়ে যাওয়াঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণে ওয়াশ নীতিমালা ও অনুশীলনে শুদ্ধাচার আনয়ন।

WIN ও ডর্‌প প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় স্কুলসমূহের ওয়াশ খাতের মান এবং টেকসই উন্নয়নে শুদ্ধাচারের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। ওয়াশ খাতের এই অবস্থার জন্য এর এই বিষয়টি শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ করে ছাত্রীদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। ওয়াশ সুবিধা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ ও কৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যকার যোগসূত্রতার গুরুত্বকে তুলে ধরা প্রয়োজন এবং এর উন্নয়নে অবকাঠামো, প্রযুক্তি এমনকি অর্থায়নের উপরও গুরুত্ব দেয়া দরকার। বাংলাদেশেও একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন যেখানে অংশীদারগণ, বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ওয়াশ সুবিধার গুরুত্ব সম্পর্কে কেবল জানবেই না বরং অংশগ্রহণ ও তাদের মতামত ও উদ্বেগ এর গুরুত্বও বুঝতে পারবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (SDG) কে সামনে রেখে পানি এবং শিক্ষা খাত যেন পিছিয়ে না পড়ে সেটি নিশ্চতকরণে নীতিমালা ও কার্যক্রমে শুদ্ধাচার আনয়ন করা অতীব প্রয়োজন।

সরকারের পক্ষ থেকে করণীয়:

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর মূল কথা, কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন নয়। আর তার বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পানি বিষয়ক নীতিমালা পর্যালোচনা করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবন্ধী, মেয়ে ও শিশুদের চাহিদাকে বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে।
- মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি আরো বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও চর্চা জরুরি।
- উক্ত বিষয়ে আরো দৃষ্টিপাত করে এই ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের (ছেলে শিক্ষার্থীদেরও) মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থপনার মূল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ (SDG-6) পূরণে জাতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ২০১৫ সালে জারীকৃত স্কুল ওয়াশ এর প্রজ্ঞাপনটি পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করতে হবে এবং স্কুল সমূহে বাজেট বরাদ্দের জন্য একক দায়িত্বের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- স্কুল ওয়াশ এর বিজ্ঞপ্তিটি একটি সুদৃঢ় পরিকল্পনা ও বাজেটের সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে যা শিক্ষা বিভাগের নীতি ও ধারণা মেনে চলতে সহায়তা করবে। ২০১১ বা ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় পনি সুরক্ষা কাঠমো এবং ২০১৮ সালের পরিমর্জিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক জাতীয় কৌশল যা দুর্গম এলাকায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সাথে আস্থার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞপ্তিটির বাস্তবায়নের দায়িত্ব যৌথভাবে সরকার এবং স্কুল কমিটির উপর বর্তায়।
- স্কুল ওয়াশ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিকে আরও স্বচ্ছ করার নিমিত্তে প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক প্রকাশ করতে হবে।
- উপাত্ত এবং প্রমাণাদি সংকলন এবং এই উপখাতে একাত্মতার বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার জন্য মফস্বল শহর ও মহানগরসহ অন্যান্য এলাকাতেও স্কুল ওয়াশ বিষয়ক আরও AWIS কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
- স্কুল ওয়াশ এর বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনায় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং একইসাথে জবাবদিহিতা থাকতে হবে।
- স্কুলের ওয়াশ খাতের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ এবং চাহিদা আবেদন করার সক্ষমতা কম হলে বাজেটে শুধুমাত্র ভৌত অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করার প্রতি প্রাধান্য দেবে। এক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা সমাধানে সক্ষম করবে এবং ওয়াশ এর বাস্তবায়ন উন্নয়ন করবে।
- স্কুল ওয়াশ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সেবা প্রদানকারী ম্যাপিং করতে হবে। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক স্টেকহোল্ডারদের নিকট তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট।

সুশীল সমাজের জন্য পরামর্শ

- ওয়াশ পরিষেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে CSO, Community Based Organizations (সামাজিক সংস্থাসমূহ) এবং স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে তদারকি এবং সহায়তা করতে পারে। বাজেট ট্রাকিং একটি বিশেষ সামাজিক জবাবদিহিতামূলক হাতিয়ার যা স্কুল ওয়াশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বাজেট এবং বাজেট স্বল্পতার ক্ষেত্রে প্রমাণ নির্ভর প্রচার বা সমর্থনে (Evidence Based Advocacy) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাগণকে স্কুলসমূহে ওয়াশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিশেষ করে শিক্ষকদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রভাবিত করতে পারেন।
- অভিভাবকগণ স্কুলের অভিভাবক মিটিং-এ ওয়াশ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকদের স্কুলের ওয়াশ পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চেয়ে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন।
- সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণকে স্কুলসমূহে ওয়াশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিশেষ করে শিক্ষকদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রভাবিত করতে পারেন।
- অভিভাবকগণ স্কুলের অভিভাবক মিটিং এ ওয়াশ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকদের স্কুলের ওয়াশ পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চেয়ে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন।

স্কুলসমূহের জন্য করণীয়

- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুল ওয়াশ এর কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে, একইসাথে বিদ্যালয়ে মিটিং-এ অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে ওয়াশ বিষয়ক আলোচনা নিশ্চিত করবে।
- স্কুলসমুহে টয়লেটের জন্য পৃথক বাজেট যেন থাকে তা নিশ্চিত করবে।
- শিক্ষকগণ ওয়াশ-এর বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনা করবেন, তাদের চাহিদার ব্যাপারে শুনবেন এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি যেন এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবক, শিক্ষক এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে স্কুলে ওয়াশ বিষয়ে তাদের মতামত ও চাহিদা বিষয়ে আলোচনা করবে। তাদের টয়লেটের পরিচ্ছন্নতা এবং সাবান, পানি ও আলোর ব্যবস্থা আছে কিনা তা তদারকি করার জন্য নিজেরা কমিটি গঠন করতে পারে।

ছবি: কারমেন ফার্নান্দেজ ফার্নান্দেজ

নভেম্বর ২০১৯ এ এবং ডরপ এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত।

ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (WIN) বিশ্বব্যাপী ওয়াশ এবং পানি খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিতের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রশমন এবং উন্নয়নে অংশীদার ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকারের সাথে একটি উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক প্রণয়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

ডেভলেপমেন্ট অর্গানাইজেশান অফ দি রুরাল পুয়র (ডর্প) ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একটি এনজিও। এটি পানি, স্যানিটেশন ও হাইজন (ওয়াশ), স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি পরিচালনার জন্য গ্রামীণ মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে কর্ম-ভিত্তিক গবেষণা চালায়।

অনুগ্রহ স্বীকার:

সকল সুবিধাভোগী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পিতামাতা, স্কুল প্রশাসন এবং কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য ছাড়া যারা স্কুলে ওয়াশ সেবা উন্নত করার জন্য আন্তরিকতার সাথে তাদের শ্রম ও সময় দিয়ে স্বেচ্ছাসেবায় কাজ করছেন। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া AWIS কর্মশালা সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

তাদের কাজ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদঃ-

ড. কারমেন ফার্নান্দেজ
মিসেস রুবিনা ইসলাম
অধ্যাপক রুহুল আমীন জাহাঙ্গীর- ভোলা
এবং
মিসেস জেবুননাহার-রামগতি

36/2, East Shewrapara, Mirpur, Dhaka-1216
fb:dorpngo, twitter: dorpngo, web: dorpbd.org